আব্‌জাব্‌

আহসান হাবীব

আমার হয়েছে আমের পোকার মতন অবস্থা। আমের পোকার যেমন আমের মিষ্টি সর্ম্পকে কোন ধারণা নেই। সে রকম আমিও দেশের এত এত আব্‌জাব্‌ ঘটনার মধ্যে দিন গুজরান করেও ধরতে পারি না কোনটা নিয়ে লিখব। শেষ পর্যন্ত আমার মেয়ের দ্বারস্থ হতে হল - আমার মেয়ে বেশ ক'দিন ধরেই নতুন একটি স্কুলে যাচ্ছে। এই স্কুলে এবার সে ক্লাশ থ্রীতে ভর্তি হয়েছে। তার মা তাকে স্কুল ড্রেস পরিয়ে টিফিন বক্সে টিফিন দিয়ে ভোর সাতটায় নিয়ে যায়। আর আমি তাকে সাড়ে দশটায় নিয়ে আসি। বেশ চলছিল এই নতুন নিয়ম। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন হলো কিঞ্চিত। একদিন দেখি মা মেয়ের নিন্মরূপ কথাবার্তা হচ্ছে -

ঃ টিফিন দেই টিফিন খাও না কেন?

- খাব কি করে?

ঃ খাব কি করে মানে? মুখ দিয়ে খাবে।

- থাকলে তো খাব।

ঃ কি বলছ?

- একটা মেয়ে প্রতিদিন আমার টিফিন খেয়ে ফেলে যে!

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, তার ক্লাসেরই আরেকটা মেয়ে, যে আকারে আকৃতিতে ক্লাসের অন্যদের চেয়ে বেশ বড়সড়ই সে মোটামোটি স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। একেকদিন একেক জনের টিফিনের উপর হামলা চালায়। তার ইদানিংকার টার্গেট আমার মেয়ে। ব্যাপার গুরুতর। এখন কি করা?

আমি বললাম, তোমার ক্লাশের ক্যাপ্টেনকে জানাও। আমার মেয়ে যা বলল তাতে বুঝলাম ক্লাশের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ঐ টিফিনভুক মেয়ের ভয়ে থরহরি কম্প! এখন কি করা?

আমার স্ত্রী বলল, 'আহা বাচ্চা মেয়ে, খাক না। আমি এখন থেকে ডবল টিফিন দিয়ে দিব না হয়।

শুরু হলো ডাবল টিফিন দেয়া। আগে যেত দুই রুটি দুই কাবাব এখন টিফিন বক্সে যেতে শুরু করল চার রুটি চার কাবাব। কিন্তু না, মেয়েটি চার রুটি চার কাবাবই সাবাড় করে করতে লাগল যথারীতি।

এখন কি করা?

আমি বুদ্ধি দিলাম এক কাজ কর। হেভী ঝাল করে দুই কাবাবই বক্সে ভরে দাও। আমার স্ত্রী অবশ্য আমার উন্মাদীয় বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিল না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। আমাদের মিরপুরে প্রচন্ড ঝাল টিকিয়া পাওয়া যায় সেরকম দুটা কিনে স্ত্রীকে না জানিয়ে মেয়ের টিফিন বক্সে ঢুকিয়ে দিলাম।

কথায় বলে, 'আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর।' সেদিন সে মেয়ে স্কুলেই আসেনি। আর সেই ঝাল টিকিয়া খেয়ে আমার মেয়ের অবস্থা কেরোসিন। এ ঘটনা আমার স্ত্রী জেনে গেল এবং যথারীতি আমার অবস্থাও কেরোসিনের উপর ডাবল 'কেরোসিন'।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টিফিনভুক মেয়েটি আপাতত আমার কন্যার উপর থেকে তার আগ্রাসন স্থগিত করেছে। তার টার্গেট এখন অন্য আরেকটি মেয়ে। এই মেয়েটিও নাকি টিফিনে কাবাব নিয়ে আসে। সম্ভবত তার স্বৈরাচারী দুর্বলতা কাবাবের উপরই - তাই যারাই কাবাব আনে তার টার্গেট ঠিক তাদের দিকে। আমার মেয়ের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল টিফিনভুক মেয়েটি তার নতুন টার্গেটকে থ্রেট করেছে 'তোমার কাবাব এত ছোট কেন? তোমার আম্মুকে বলবে আরও বড় করে বানাতে' সম্ভবত টার্গেটকৃত বালিকা তার অভিভাবকদের জানিয়েছে কাবাব আরও বড় বানাতে কারণ .....।

তবে এ যাত্রায় ঘুঘুর আর বার বার ধান খেয়ে যাওয়ার কিঞ্চিত সমস্যা হলো। অভিভাবক সরাসরি ক্লাশ টিচারকে কমপ্লেন করেছেন এবং যথারীতি স্বৈরাচারী বালিকার পতন হয়েছে। এখন তাকে নিজের টিফিন খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।